এসএমসি নিউজ

একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

ইস্যু ৩০, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

SMC
Live better

রাষ্ট্রদূত মিলার সিলেটে এসএমসি'র স্বাস্থ্য কর্মসূচী পরিদর্শন করেন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এসএমসি এই দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইউএসএআইডি-এর সাথে অবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে। মার্কেটিং ইনোভেশনস ফর সাসটেইনেবল হেলথ ডেভেলপমেন্ট (এমআইএসএইচডি) হচ্ছে ইউএসএআইডি-অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্প, যা একটি সহযোগীতা চুক্তির আওতায় পরিচালিত। প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পরিবার পরিকল্পনা পণ্য ও সেবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি যেমনঃ দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি, শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য এবং আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের পাশাপাশি বেসরকারী খাত দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার মানের উন্নয়ন করা।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাননীয় রাষ্ট্রদূত হিস এক্সিলেন্সি আর্ল আর মিলার গত ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সিলেটে এসএমসি'র স্বাস্থ্য কার্যক্রম (এমআইএসএইচডি প্রকল্পের আওতায় ১৬টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক জেলার একটি) পরিদর্শন করেন। তিনি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পীরপুর টুকের বাজারে অবস্থিত জনাব মোঃ আবদুল বাতেন রায়হানের মালিকানাধীন 'মেসার্স কাশেম ফার্মেসী' নামের একটি এসএমসি ব্লু-স্টার প্রোভাইডারকে পরিদর্শন করেন। এসএমসি ব্লু-স্টার হচ্ছে কমিউনিটি পর্যায়ে নন-গ্রাজুয়েট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের একটি ব্র্যান্ডেড নেটওয়ার্ক যা প্রসূতি এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি ইনজেকটেবল এবং অন্যান্য অস্থায়ী গর্ভনিরোধক পদ্ধতির প্রয়োগের বিষয়ে এসএমসি'র কাছ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

ফার্মেসী আউটলেটে পৌঁছালে রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানান এসএমসি'র চিফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তছলিম উদ্দিন খান ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। জনাব খান এসএমসি'র ব্লু-স্টার নেটওয়ার্কের আওতায় পরিচালিত স্বাস্থ্য কর্মসূচীর কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রদূত মিলার এসএমসি'র প্রোগ্রাম কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ফার্মেসীতে সব ধরনের পরিবার পরিকল্পনা পণ্য সামগ্রী, ওআরএস (ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট) এবং শিশুদের জন্য বিবিধ পুষ্টি পরিপূরক, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং স্যানিটারি ন্যাপকিনসহ এসএমসি'র বিভিন্ন পণ্য দেখতে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে বিশাল অবদান রাখার জন্য এসএমসি'র সাফল্যের প্রশংসা করেন।

এসএমসি এবং এসএমসি ইএল-এর চেয়ারম্যান পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন

জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী

জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী দুই বছরের জন্য এসএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন, যা ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। গত ২৯শে আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এসএমসি'র ১৮৬তম বোর্ড মিটিং-এ তাঁকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়। এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের (এসএমসি ইএল) মেমোরান্ডাম এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী একই সাথে তিনি এসএমসি ইএল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবেও অধিষ্ঠিত হলেন। চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর প্রথম মেয়াদকালে জনাব চৌধুরী উভয় কোম্পানীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। জনাব চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের একজন সাবেক অর্থ সচিব। তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, সোনালী ব্যাংক (ইউকে) লিমিটেড এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন।

আমাদের উৎপাদন কার্যক্রমে বোর্ড সদস্যগণের সন্তুষ্টি প্রকাশ

এসএমসি এবং এসএমসি ইএল-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ গত ১৬ই জুলাই ২০১৯ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে কুমিল্লায় অবস্থিত আমাদের হেলথ এন্ড হাইজিন প্রোডাক্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন। প্রথমে বোর্ডের সদস্যবৃন্দকে কারখানার পরিচালনা কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। অতঃপর বোর্ডের সদস্যগণ স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং বেবী ডায়াপারের উৎপাদন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং উৎকর্ষ বজায় রেখে উচ্চমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য সার্বিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং বেবী ডায়াপার উভয়েরই উৎপাদন প্রক্রিয়া পুরোদমে চলছে যেখানে পূর্ববর্তী বছরে (২০১৮-২০১৯) বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যের বিপরীতে অর্জনের মাত্রা ছিলো ১০০% এরও বেশি। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন: জনাব মোহাম্মদ আলী, জনাব মুহাম্মদ ফরহাদ হুসাইন এফসিএ, বেগম রোকেয়া কাদের, জনাব মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ, জনাব আফতাব উল ইসলাম এফসিএ, জনাব ফারুক আহমেদ এবং ডাঃ জহির উদ্দিন আহমেদ। এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবদুল হক এবং ম্যানেজমেন্ট টীমের অন্যান্য সদস্যগণ বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। বোর্ডের সদস্যগণ ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ইস্ট রিজিওনাল অফিস এবং কুমিল্লা এরিয়া অফিসও পরিদর্শন করেন।

নেপাল সিআরএস কোম্পানীর এসএমসি পরিদর্শন

নেপালের বৃহত্তম সামাজিক বিপণন সংস্থা 'নেপাল সিআরএস কোম্পানী'-এর বোর্ড পরিচালক এবং ম্যানেজমেন্ট সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি দল সম্প্রতি এসএমসি'তে তিন দিনের সফর করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন নেপাল সিআরএস কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিবলাল পোখারেল। তাদের সফরের উদ্দেশ্য ছিলো এসএমসি'র সাসটেইনেবিলিটি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সহযোগীতার ক্ষেত্র অনুসন্ধান। এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ আলী রেজা খান এসএমসি'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং চীফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তছলিম উদ্দিন খান এসএমসি'র প্রোগ্রাম কার্যক্রমের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ময়মনসিংহের ভালুকায় এসএমসি'র ওআরএস ফ্যাক্টরি এবং সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউজ পরিদর্শন করেন। ফ্যাক্টরি পরিদর্শনকালে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং মান মূল্যায়ন ব্যবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হন যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিজিএমপি (current Good Manufacturing Practices) নির্দেশিকা অনুসরণ করে। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ একটি ব্লু-স্টার আউটলেটও পরিদর্শন করেন যেখানে তারা ক্লায়েন্টের সংখ্যা, গোপনীয়তা, ইনজেক্টেবল প্রদান পদ্ধতি, পরামর্শের কৌশল, রিপোর্টিং পদ্ধতি, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা ঢাকা ইস্ট এরিয়া অফিস এবং কুমিল্লায় অবস্থিত আমাদের হেলথ এন্ড হাইজিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে সফর সমাপ্ত করেন। সামগ্রিকভাবে প্রতিনিধি দল এসএমসি'র কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এসএমসি টাওয়ার-২ এর কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন

এসএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ই আগস্ট ২০১৯ তারিখে ঢাকার মিরপুরের দারুসালামে নির্মাণাধীন এসএমসি টাওয়ার-২ পরিদর্শন করেন। এসএমসি ও এসএমসি ইএল বোর্ডের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন এসএমসি ও এসএমসি ইএল বোর্ডের পরিচালক জনাব মো: সিদ্দিক উল্লাহ। প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দকে টাওয়ারের চলমান নির্মাণ কাজ সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ১৪ তলার এই ভবনটি ২২ ডেসিমাল জমিতে নির্মিত হচ্ছে এবং এইখানে ৪৮ টি গাড়ির জন্য তিনটি বেইজমেন্টে পার্কিংয়ের সুবিধা থাকবে। এসএমসি ইএল-এর ঢাকা ইস্ট এবং ঢাকা ওয়েস্ট এরিয়া অফিসমূহ এই ভবনে স্থানান্তরিত হবে এবং এসএমসি তার দ্বিতীয় নীলতারা ক্লিনিকটি এই ভবনে চালু করবে। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ ভবনের নির্মাণাধীন তিনটি তলা পরিদর্শন করেন এবং কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসএমসি টাওয়ার-২ এর নির্মাণকাজ দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে: নীলতারা ক্লিনিকটি ২০২০ সালের জুনের মধ্যে এবং ভবনের বাকী অংশ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ করা হবে। পরিদর্শনকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং জেনারেল ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ারিং, জনাব মাসুম আহমেদ জায়গীরদার।

সম্ভাব্য নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নতুন ব্যবসায়িক মডেল

এসএমসি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে সম্ভাব্য নারীদের 'উদ্যোক্তা' হিসাবে গড়ে তোলার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরীর লক্ষ্যে কতিপয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। সহযোগীতার অংশ হিসাবে গত ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (ডব্লিউভিবি) এবং এসএমসি'র মাঝে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ডব্লিউভিবি'র ন্যাশনাল ডিরেক্টর জনাব ফ্রেড উইটিভেন এবং এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ আলী রেজা খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত চারটি উপজেলায় গোল্ড স্টার মেম্বার (জিএসএম) নামক একটি নতুন ব্যবসায়িক মডেল এসএমসি এবং ওয়ার্ল্ড ভিশনের নবো যাত্রা প্রকল্প যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে। জিএসএম সদস্যরা নিকটতম সেবা প্রদানকারী ফ্যাসিলিটিতে লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল কনট্রসেপ্টিভ (এলএআরসি) সংক্রান্ত সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের রেফারেল পরিষেবা প্রদান সহ গৃহস্থালি পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বার্তা প্রচার এবং এসএমসি'র পণ্য বিক্রয়ে নিযুক্ত থাকবেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউভিবি'র নবো যাত্রা প্রকল্পের প্রধান জনাব রাকেশ কাতাল, এসএমসি'র চীফ অব ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস জনাব শফি উদ্দিন আহমেদ এফসিএ এবং চীফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তছলিম উদ্দিন খান, প্রমুখ।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট অল-রাউন্ডার সাকিব আল হাসান এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের 'এসএমসি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার' এবং 'স্মাইল বেবি ডায়াপার'-এর পণ্যদূত হিসাবে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গত ২৮শে জুলাই ২০১৯ তারিখে রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসএমসি ইএল তার স্বাদযুক্ত ইনস্ট্যান্ট সফট ড্রিঙ্ক পাউডার 'টেস্ট মি'-এর একটি নতুন আনন্দপূর্ণ কমিউনিকেশন ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। এ উপলক্ষে টিভি বিজ্ঞাপন, প্রেস ও ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনসমূহ "ওরে মজারে" স্লোগান সহ প্রচারিত হয়। ক্যাম্পেইনটি পানীয়টির মুখরোচক স্বাদ এবং সতেজকরণের বিষয়টি তুলে ধরে।

ঈদ-উল-আযহা ২০১৯ এর সময়ে দুইটি সিরিয়াল নাটকের স্পনসর করে 'জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন' এবং 'টেস্ট মি' ইনস্ট্যান্ট পাউডার ড্রিঙ্ক। প্রতিটি নাটকের সাতটি পর্ব বাংলাদেশের শীর্ষ দুটি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি এবং আরটিভিতে প্রচারিত হয়। নাটক দুটি আমাদের টার্গেট গ্রুপের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ব্র্যান্ডদুটির প্রচারণা বিপুল সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছাতে ঈদ-উল-আযহা ক্যাম্পেইনটি বিপুল সফলতা অর্জন করে।

ফার্মা আপডেট

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ফার্মাসিউটিক্যাল ডিভিশন সম্প্রতি ভিটামিন বি১, বি৬ এবং বি১২-এর সমন্বয়ে "Nurowel" নামক ট্যাবলেট বাজারে নিয়ে এসেছে। এই ওষুধটি পেশীর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, স্নায়ুবিক ব্যথা, ব্যাক পেইন, নিউরালজিয়া ইত্যাদির মতো স্নায়ুবিক রোগের জন্য কার্যকরী। ব্র্যান্ডটি প্রচলনের সাথে সাথে এসএমসি ইএল-এর ফার্মাসিউটিক্যাল ডিভিশনের প্রোডাক্টের সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩২টি। প্রোডাক্ট লাইনে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক, এন্টি-আলসারেন্ট, এনএসএআইডি, এন্টি-হিস্টামিন, এন্টি-এজম্যাটিক এবং মিনারেল সাপ্লিমেন্ট।

ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধিতে এসএমসি'র বিভিন্ন উদ্যোগ

মশাবাহিত রোগ 'ডেঙ্গু'-এর প্রাদুর্ভাবের সময় এসএমসি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ডেঙ্গুর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানাতে এবং নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জনসাধারণকে অবগত করার জন্য এসএমসি তিনটি উদ্যোগ গ্রহণ করে:

- এসএমসি শীর্ষস্থানীয় বাংলা সংবাদপত্রে (প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং কালের কণ্ঠ) প্রিন্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং প্রধান দুটি জাতীয় টিভি চ্যানেলে (বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং একাত্তর টিভি) ৭ থেকে ১১ই আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত টিভি বিজ্ঞাপন প্রচার করে। বিজ্ঞাপনগুলিতে ডেঙ্গু জ্বরের ঝুঁকি, লক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপায়সমূহ সকলের দৃষ্টিগোচরে আনা হয়।
- ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত এসএমসি নীলতারা ক্লিনিক ডেঙ্গু পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তুকি পদানের মাধ্যমে এই সিএসআর উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে।
- এছাড়া ময়মনসিংহের ভালুকায় আমাদের ওআরএস ফ্যাক্টরি প্রশাসন ডেঙ্গু জ্বরের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য প্রচারের জন্য গত ৪ঠা আগস্ট ২০১৯ তারিখে "ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরী" সংক্রান্ত সেমিনারের আয়োজন করে। কারখানার ক্যান্টিন চত্বরে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে কারখানার মেডিকেল অফিসার ডাঃ সাদ উল্লাহ এডিস মশার প্রাদুর্ভাব রোধ করা, এর ইতিহাস, ভাইরাসের প্রকারভেদ, ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ, চিকিৎসা পদ্ধতি, ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ডাঃ সাদ উল্লাহ কারখানার সকল কর্মীদের আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য এবং ডেঙ্গু জ্বর এড়াতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। সেমিনারে জেনারেল ম্যানেজার, ভালুকা ফ্যাক্টরি, জনাব মোঃ মুজিবুল হক খান, ওআরএস ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপনার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং ইউনিয়ন নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডব্লিউসিডি'১৯ প্রচারণায় এসএমসি ইএল

বিশ্ব গর্ভনিরোধ দিবস প্রতিবছর ২৬ সেপ্টেম্বর পালন করা হয়। এই বার্ষিক বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান যে দর্শনকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় তা হলো প্রতিটি গর্ভাবস্থা যেন হয় কাঙ্খিত এবং পরিকল্পিত। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ডব্লিউসিডি'র লক্ষ্য হলো গর্ভনিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং যৌন এবং প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক অবহিত পদ্ধতিগুলো থেকে তরুনদের সঠিক ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতি নির্ধারণে সক্ষম করা। এবছর দিবসটির প্রচারণায় এসএমসি ইএল একটি প্রেস বিজ্ঞাপণ প্রকাশ করেছে।

প্রধান সম্পাদকঃ মোঃ আলী রেজা খান; প্রকাশনা ও সার্কুলেশনঃ কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; কৃতজ্ঞতাঃ সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য; ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড - ১৭, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ +(৮৮০২) ৯৮২১০৭৪-৮০, ৯৮২১০৯০, ৯৮২১০৯৩, ওয়েবসাইটঃ www.smc-bd.org